সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রায় ৬ বছর যাবৎ দেশের ছোট ও মাঝারী আকারের এনজিও এবং সিবিওদের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে| এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে নানা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে| বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে| এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে গত জানুয়ারি-মার্চ-২০১০ সময়কালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে| এ নিউজ লেটার সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে|

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন| তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়|

চিত্র: ব্যবস্থাপনা পরিচালক চেক প্রদান করছেন|

গত এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কিস্তিতে ১০৪৭টি এনজিও-কে চেক প্রদান করা হয়| চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত থেকে এনজিও-র প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেক গুলো হস্তান্তর করেন|

কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশি-ষ্ট প্রশিক্ষণ

অনুদান প্রাপক সহযোগী এনজিওসমূহ যাতে দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে তাদের কর্মসূচি বাস্ত্মবায়ন করতে পারে সে বিষয়ের প্রতি অত্র ফাউন্ডেশন যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। সহযোগী এনজিও গুলোর অধিকাংশই ছোট এবং কম অভিজ্ঞতা সম্প ন্ন। বিশেষ করে ছোট এনজিও-র নিকট থেকে চাহিদার প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে ও হিসাব নিকাশ ব্যবস্থাপনায় সুদৃঢ় করার জন্য ফাউন্ডেশন বরাবর ভূমিকা রাখছে। ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্ত্মবায়নের জন্য প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (টিওটি) প্রদান করেছে। সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী এনজিও গুলোর প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রদান চলমান রয়েছে।

চিত্র: ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন।

হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ ইউনিট সহযোগী সংস্থা সমূহের ৫৫০ জন হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের বিভিন্ন ব্যাচে হি ণ প্রদ ার প্রধ ই কে ণ প্রদ

চিত্র: এনজিও-র প্রধান নির্বাহীবৃন্দ হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

অত্র ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ ইউনিট সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৮৭৫ জন কর্মীকে বিভিন্ন ব্যাচে ঙৎমধহব্লধঃরড়হধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ` গধহধমবসবহঃ এবং ঙৎরবহঃধঃরড়হ ড়হ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চধপশধমব ` ডধু ড়ভ ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে বাস্ত্মবায়ন করা হবে।

অনুদান প্রদান

বিপুল সংখ্যক এনজিও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদান প্রত্যাশী কিন্তু এ পর্যন্ত্ম মাত্র ১,০৪৭টি এনজিওকে অনুদান

প্রদান সম্ভব হয়েছে| এ যাবৎ ১,০৪৭টি সহযোগী এনজিওকে প্রথম কিস্তি; তাদের মধ্য থেকে ৭৯৬টি এনজিওকে দ্বিতীয় কিস্তি; তাদের মধ্য থেকে ৩০৬টি এনজিওকে তৃতীয় কিস্তি; তাদের মধ্য থেকে ৮২টি এনজিওকে চতুর্থ কিস্তি এবং তাদের মধ্য থেকে ১২ টি এনজিওকে পঞ্চম কিস্তিতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে| এরূপ অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে|

২০০৫ ও ২০০৭ সালে অনুদানের আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তির চিত্র

২০০৫ সালে বিক্রিত মোট আবেদন ফর্মের সংখ্যা	২৫৫৭টি
২০০৫ সালে গৃহীত মোট আবেদনের সংখ্যা	২১৩৩টি
বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদন পত্রের সংখ্যা	৯১৭টি
মোট বাতিলকৃত আবেদন পত্রের সংখ্যা	১২১৬টি
মোট অনুদান প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	৫৯৮টি
অনুদানের ২য় কিস্তি প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	৫৪৬টি
অনুদানের ৩য় কিস্তি প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	২৫০টি
অনুদানের ৪র্থ কিস্তি প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	৭৭টি
অনুদানের ৫ম কিস্তি প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	১২টি

বাছাই কমিটির ৩৬টি সভায় বাছাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে|

২০০৭ সালে বিক্রিত মোট আবেদন ফর্মের সংখ্যা	২৮৫২টি
২০০৭ সালে গৃহীত মোট আবেদনের সংখ্যা	২০৪৬টি
বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদন পত্রের সংখ্যা	৪৮৬টি
মোট বাতিলকৃত আবেদন পত্রের সংখ্যা	১৪৯৯টি
মোট অনুদান প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	৪৪৯টি
অনুদানের ২য় কিস্তি প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	২৫০টি
অনুদানের ৩য় কিস্তি প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	৫৬টি
অনুদানের ৪র্থ কিস্তি প্রাপক এনজিও-র সংখ্যা	৫টি

বাছাই কমিটির ২৮টি সভায় বাছাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে|

এ পর্যন্ত মোট ১,০৪৭টি এনজিওকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তিতে মোট ৩২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে|

হালিমা বেগমের সুখের সংসার

বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার বলইবুনিয়া ইউনিয়নের দোনাগ্রামের বাসিন্দা মোসা: হালিমা বেগম ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর রাতে ভয়ংকার ঘূর্ণিঝড়ে ঘর বাড়ী হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে খুব অসহায় অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাত| তাঁর স্বামীর কাজ কর্ম ও ছেলে মেয়ের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়| তখন সেই হালিমা বেগম বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

(বিএনএফ) এর অর্থায়নে বাগেরহাটের এনজিও সেবা মানব কল্যাণ কেন্দ্র (এসএমকেকে)-এর মাধ্যমে একটি পাকা ঘর পাওয়ায় তাঁর পরিবারে সুখ শান্তি ফিরে এসেছে| তাঁর বাড়ীতে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্-ুর রহমান যাওয়ায় খুশিতে তাঁর কান্না এসে যায়| এরপর তাঁর ঘরে বিভাগীয় কমিশনার, ডি.সি, টিএনও, আর্মি অফিসার, স্থানীয় ইউপি মেম্বার, এসএমকেকে নির্বাহী পরিচালক, কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি যাওয়ায় তিনি ভীষণ খুশি হন|

পাকা ঘর পাওয়ার পর তাঁর অবস্থা দিন দিন বদলে যায়| হালিমা বেগম জানান যে, এই রকম পাকা বাড়ী আমি কোন দিন তৈরী করতে পারতাম না| তাঁর স্বামী ঘর গুলো তৈরীর সময় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং প্রায় ৬ মাস সংসারের খরচ চালানোর পর কিছু টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়| তাঁদের ছেলে মেয়েরা আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে| তাঁরা এখন পাকা ঘরে বসবাস করেন| তাঁর স্বামী সঞ্চয় করা টাকা দিয়ে একখানা ভ্যান গাড়ী কিনে ভ্যান গাড়ী চালান| তাঁদের সংসারে এখন সুখের কোন ঘাটতি নেই| তাঁরা সহ ৭৩ টি পরিবার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর অর্থায়নে এরূপ সুবিধা পেয়ে উপকৃত হয়েছে|

চিত্র: হালিমা বেগমের পাকা বাড়ীর দৃশ্য|

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ও জলচ্ছাস **"সিডর"**-এ ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সহায়তায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশ ভূমিকা রেখেছে| ফাউন্ডেশন বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ৯নং বলইবুনিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত দোনাগ্রামের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ৭৩টি পরিবারের প্রতিটিতে ১,২৬,৫০৮/০০ টাকা ব্যয় **২৫ঢ১২** পরিমাপের পাকা ঘর তৈরীর কাজ হাতে নেয়ার পর ৭৩টি পাকা ভবন ৭৩টি পরিবারের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে| একই সঙ্গে ৯০,০০০/- টাকায় ৩টি ক্ষতিগ্রস্থ মসজিদ মেরামত করা হয়েছে|

নুরুল হকের সাফল্যের কাহিনী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক লালমনিরহাট জেলায় বাস্তবায়িত স্ট্রবেরী চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে জনাব নুরুল হক স্ট্রবেরী চাষ করে ৩,২৫,৬০০/- টাকা মুনাফা অর্জন করেছেন| তিনি স্ট্রবেরী চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর স্ট্রবেরী চাষ ও উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেন|

জনাব হক লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কাকিনা গ্রামের একজন সৌখিন ও পরিশ্রমী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত| তিনি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ইএসডিও তাঁর জেলায় স্ট্রবেরী চাষ সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছে | এ খবর শুনে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আগ্রহী হন| স্ট্রবেরী চাষের জন্য তাঁকে নির্বাচিত করা হয়| তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে রাবি-৩ জাতের ৬ হাজার চারা সংগ্রহ করত নিজে ৪০ শতক জমিতে চাষ করেন| এতে তাঁর মোট ব্যয় হয় ১,৩১,৪০০/- টাকা | তিনি স্ট্রবেরী চারা ও ফল বিক্রি মাধ্যমে ৩,২৫,৬০০/- টাকা মুনাফা অর্জন করেন| বর্তমানে স্ট্রবেরী চাষে তাঁর সাফল্য দেখে অন্যরা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ট্রবেরী চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন|

চিত্র: স্ট্রবেরী গাছের চারা রোপন|

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সহযোগী এনজিও সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ১০ এপ্রিল ২০১০ ইং তারিখে কুমিল-ার দেবিদ্বার উপজেলার বারেরা গ্রামে অনুষ্ঠিত "ইনোভেটিভ ওয়েজ টু ইমপ্রুভ দি কোয়ালিটি অব চিলড্রেনস হেলথ, রেইজিং এওয়ারনেস, প্রভাইডিং হেলথ এসেসমেন্ট এন্ড রেফারেল সার্ভিসেস টু ফেসিলিটেট দি আরলী ডিটেকশান অব ডিসএবিলিটিজ এমাং ইয়াং চিলড্রেন" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগীতায় এতদ্ঞ্চলের দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও সমাজের অবহেলিত মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের দারিদ্র বিমোচনে, তাঁদের জীবন মান উন্নয়নে ফাউন্ডেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান দেশ ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েটস "নব যুবতীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সেলাই প্রশিক্ষণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প শেষ করেছে এবং দ্বিতীয় প্রকল্প বাস্ত্মবায়ন করছে| প্রথম প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ জন নিরক্ষর নবযুবতী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ শেষে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়েছে যারা অর্থ উপার্জনে সক্ষমতা লাভ করেছে এবং দ্বিতীয় প্রকল্পে ১৫ জন নিরক্ষর নবযুবতী ও ১২ জন নিরক্ষর দরিদ্র মহিলা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে সেলাই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন| প্রশিক্ষণ শেষে অনুদান হিসেবে এই ১২ জন দরিদ্র মহিলাকে ১২টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হবে| উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দেশ ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েটস কর্তৃক বাস্ত্মবায়নাধীন "নব যুবতীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সেলাই প্রশিক্ষণ" প্রকল্প পরিদর্শন করেন | তিনি

প্রশিক্ষণার্থীদের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা যে সকল পোষাক তৈরি করবে তা বাজারজাতকরণ বা বিপণনের ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেন|

চিত্র: ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বক্তব্য প্রদান করছেন|

চিত্র: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানকে দেশ ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েটস এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব এবিএম গোলাম মোস্তফা, এমপি ক্রেস্ট প্রদান করছেন|

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক অন্তর্ভুক্ত করত ১৭ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে| তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশি-ষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দেন| বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এ যাবৎ ৪৬২টি সহযোগী সংস্থার পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্প ষ্ট হবে|

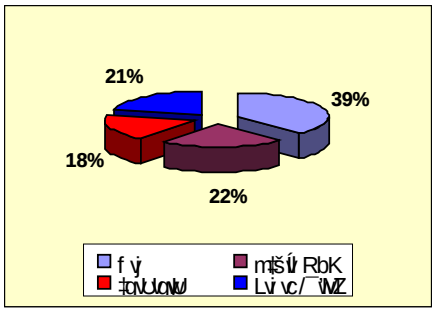

চিত্র: পরিবীক্ষণ সংশি-ষ্ট তথ্য

সহযোগী এনজিওসমূহের আর্থিক ব্যয় ও সংশি-ষ্ট বিষয়াদি নিরীক্ষা

অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও সমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশি-ষ্ট ব্যয় ও হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ৮টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করেছে| এসব নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশি-ষ্ট কর্মসূচি অঞ্চলে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে অনুদানের অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত হিসাব ও সংশি-ষ্ট রেকর্ড পত্র সংরক্ষণে যথাযথ আর্থিক নিয়মাবলী অনুসরণ করেছে কি না তা নিরূপণের পর ফাউন্ডেশনে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয়| এ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ আর্থিক লেনদেন বিষয়ক রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ছাড়াও বাস্তবায়িত কাজের যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করে| ফলে সহযোগী এনজিওদের কার্যক্রমে ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে| এ যাবৎ ১৭২টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়েছে|

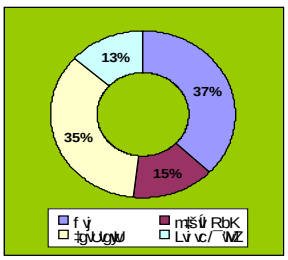

wPÎ: wbix¶v

বিএনএফ এর ৪৬তম পরিচালনা পরিষদের সভা

গত ০৩ জুন ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন- এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৪৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের ৪৫তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়| ৪৬তম সভায় ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং চলমান রাখার লক্ষ্যে আরও ৪জনকে মনিটরিং কর্মকর্তা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সংঘবিধির ৫.২ (ররর) ধারা মতে সহযোগী সংস্থার মধ্য হতে সাধারণ পরিষদের পাঁচ জন সদস্য মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়|

wPÎt cwiPvjbv cwil‡`i

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কুমিল-া ও চাঁদপুর জেলা সফর

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান গত ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল ২০১০ তারিখে কুমিল-া ও চাঁদপুর জেলা সফর করেন| সেন্টার ফর সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট বা

কোসেড-এর সদর কার্যালয়ে কুমিল-া জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ২৩ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্ত্মবায়নে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হ'ন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্ত্মবায়নের অনুরোধ জানান| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলাপ করেন| তিনি বাংলাদেশ পল-ী উন্নয়ন একাডেমি বা বার্ডের পরিচালক (রুরাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড লোকাল গভার্ণমেন্ট) জনাব স্বপন কুমার দাস গুপ্তের সঙ্গে বিএনএফ-এর কার্যক্রম বিষয়ে বিশেষ করে সিডর পরবর্তী বিশেষ কার্যক্রমের ইমপ্যাক্ট ইভালুয়েশন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আলাপ করেন এবং ইতিবাচক সাড়া পান| তিনি কুমিল-া জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর সোসিও-ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট বা কোসেড-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং সহযোগী সংস্থা দৃষ্টি-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব জাকির হোসেন এর সঙ্গে আলাপ করেন| তাঁদের সঙ্গে বাস্ত্মবায়নাধীন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা কালে তাঁদের খাতা-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের পরামর্শ প্রদান করেন|

চিত্র: কুমিল-া জেলার কোসেড নামক সহযোগী সংস্থার মত বিনিময় সভায় ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন|

২৭ এপ্রিল ২০১০ তারিখ সকাল ৯-০০ টায় কুমিল-া জেলার লাকসামে ভারডো নামক সহযোগী সংস্থার স্থানীয় অফিসে পৌঁছান এবং অফিস সংলগ্ন গৃহে তাদের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন| সেখান থেকে বেলা ১১ টায় রওয়ানা হয়ে সাড়ে ১১ টায় কুমিল-া জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা সদরে পৌঁছান এবং মানব কল্যাণ সংস্থা নামক সহযোগী সংস্থার সদর কার্যালয় এবং গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন| সংস্থাটির সদর কার্যালয়ে সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে বিএনএফ-এর অর্থায়নে বাস্ত্মবায়নাধীন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| তাদের মনিটরিং বা ফলো আপ কার্যক্রম জোরদার করার এবং খাতা-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের অনুরোধ জানানোর পর তিনি গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন| বেলা ২-৩০ টায় চাঁদপুরের উদ্দেশে নাঙ্গলকোট ত্যাগ করেন| বিকেল ৪-০০ টায় চাঁদপুর সার্কিট হাউসে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর চাঁদপুরের সহযোগী সংস্থা চাঁদপুর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সংস্থার অফিসে যান এবং বিএনএফ-এর অর্থায়নে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন|

চিত্র: ব্যবস্থাপনা পরিচালক কুমিল-া জেলার মানব কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন|

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৮ এপ্রিল ২০১০ তারিখ সকাল ৯-০০ টায় চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব প্রিয়তোষ সাহার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সকাল ১০-৩০ টায় বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বা বার্ড নামক সহযোগী সংস্থার সহযোগীতায় চাঁদপুর শহরের মিশন রোড এলাকায় অবস্থিত ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মিলনায়তনে চাঁদপুর জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৮ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| তাঁদের অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হ'ন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্ত্মবায়নের অনুরোধ জানান| সভাস্থলে কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী উপস্থিত হলে তাঁদের বিএনএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন| বেলা ১-৩০ টায় চাঁদপুর থেকে যাত্রা করে বিকেল ২-৩০ টায় কচুয়া উপজেলার রহিমাবাদ বাজারে দি গুড আর্থ নামক সহযোগী সংস্থার গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন| পরিদর্শন কালে এই তথ্য কেন্দ্র থেকে স্থানীয় জনগণ কিভাবে আরও বেশি উপকার পেতে পারে এবং সেবার মান ও বিস্ত্মার কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন| পরিদর্শন শেষে বিকেল ৩-৩০ টায় ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যে ৭-৩০ টায় ঢাকা পৌঁছান|

চিত্র: ব্যবস্থাপনা পরিচালক চাঁদপুর জেলার দি গুড আর্থ কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন|

আম চাষে সফলতা

চিত্রঃ আমের ফলন দেখা যাচ্ছে|

"পরিবেশ সুরক্ষায় বনায়ন কর্মসূচী" এই শে-াগান কে সামনে রেখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহয়তায় সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা মেহেরপুর জেলায় পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে| এই প্রকল্পের অধীনে মেহেরপুর- চুয়াডাঙ্গা সড়কের দু'ধারে ৪ কিঃ মিঃ এ[...]পন ক[...]গাছ

লাগানো হয়েছিল। আর এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাজের কিছু হতদরিদ্র মহিলা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে তৈরী করা হয় ১০০ জনের একটি উপকার ভোগী দল।

চিত্র: দুঃস্থ মহিলাদের আম সংগ্রহের দৃশ্য।

এ বছর আম গাছের কিছু অংশে ফল এসেছে যা তারা উৎসব মেজাজে দেখাশুনা ও ফল সংগ্রহ করেছে এ বছর প্রায় ১০০ মন আম ফলেছে। নিজেরাই ভাগ করে নিয়েছে আমগুলো। সেই সময়টা ছিল তাদের জন্য এক আনন্দঘন ক্ষণ। যে আম বাজার থেকে কিনে খাওয়া তাদের জন্য দিবা স্বপ্নের মত এখন তা তাদের পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে বাকী আম বাজারে বিক্রি করে তারা হচ্ছে আর্থিক ভাবে লাভবান। আগামী বছর থেকে এসব গাছের ফল বিক্রি করে তারা আরও আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র: দুঃস্থ মহিলারা সংগৃহীত আমগুলো প্রক্রিয়া করছেন।

অকুপেশনাল থেরাপী ও ব্রেসওয়ার্কশপ

ঢাকার তোপখানা রোডে বাশিকপ পরিচালিত ফিরোজা বারি প্রতিবন্ধী শিশু হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের নিয়মিত অকুপেশনাল থেরাপী প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্ ... ামর্থ্য ও স্বাব ... কাশে সহায়ত ... াধ্যমে কমপ ... য়েছে।

চিত্র: অকুপেশনাল থেরাপী প্রদানের দৃশ্য।

সংস্থাটির সদর দপ্তরে প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ তৈরী ও সরবরাহ করার প্রতিষ্ঠান ব্রেসওয়ার্কশপ সামর্থ্য বৃদ্ধি করত সর্বাধুনিক সহায়ক উপকরণ তৈরীর চেষ্টা করে যাচ্ছে। ব্রেসওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০ জন প্রতিবন্ধীর জন্য সহায়ক উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। উপকরণাদি ব্যবহার নিশ্চিত

করার জন্য সংস্থাটি গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে|

চিত্র: ব্রেসওয়ার্কশপের মাধ্যমে সর্বাধুনিক উপকরণ তৈরী ও ব্যবহার দেখা যাচ্ছে|

অকুপেশনাল থেরাপী ও ব্রেসওয়ার্কশপ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ (বাশিকপ) এ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তিতে ৬.৫ লক্ষ টাকার অনুদান গ্রহণ করেছে| সংস্থাটি ঢাকার তোপখানা রোডে অকুপেশনাল থেরাপী ও ব্রেসওয়ার্কশপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিশেষ শিক্ষা বিষয়ক কাজ করে যাচ্ছে| বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমে সংস্থাটি ৪০ জনের অধিক শিশু প্রতিবন্ধীদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে|

উচ্চফলনশীল সবজি ও ফল চাষ

ভূমিহীন উন্নয়ন সংস্থা (এলডিও) কর্তৃক পরিচালিত উচ্চফলনশীল সবজি ও ফল উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার ও রোগ বালাই দমন বিষয়ে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলাধীন হরিপুর, ডিবি গ্রাম, মথুরাপুর ও ছাইকোলা ইউনিয়নে ১৫০টি পরিবার প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে| তাঁরা এখন উন্নতমানের সবজি বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও জৈব কৃষি/কম্পোস্ট সার তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ে নিজেরা সচেতন হচ্ছে এবং অন্যদের বিভিন্নভাবে সচেতন করছে| এর ফলে এলাকার মানুষ উচ্চফলনশীল সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে| আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশল রপ্ত করে অধিক সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে ১৫০টি পরিবারের অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হওয়ায় পারিবারিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে| তাছাড়া কর্মএলাকায় জৈব সারের ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাতে ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে| সংস্থাটি ১০০ জন সদস্যের মধ্যে উন্নত মানের পেঁপে চারা বিতরণ করেছে এবং উপকারভোগীদের সমন্বয়ে ২টি করে পেঁপে ও বাউকুলের প্রদর্শনী প-ট স্থাপনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করেছে| এর পাশাপাশি কর্মএলাকায় নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, তালাকসহ নারী নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে|

চিত্র: উপকাভোগীদের মধ্যে উচ্চফলনশীল পেঁপে চারা বিতরণ|

কর্মএলাকার জনগোষ্ঠীকে উচ্চফলনশীল সবজি ও ফল উৎপাদন কর্মসূচি বাস্ত্মবায়নের পাশাপাশি সংস্থাটি বিলকুড়ালিয়া মৌজার ১৩০০ ভূমিহীন পরিবারের ন্যায্য অধিকার বাস্ত্মবায়নে মামলা চালিয়ে যাচ্ছে| বর্তমানে ১৩০০ ভূমিহীন পরিবার খাস জমিতে নির্বিঘ্নে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ৬-৮ মাসের খাবার সংস্থান করছে এবং তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুল, কলেজে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে| সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক জনাব কে, এম, আতাউর রহমান রানা ভূমিহীনদের নিয়ে কাজ করায় এলাকায় প্রশংসিত হয়েছেন|

ভূমিহীন উন্নয়ন সংস্থা (এলডিও) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে ৫টি কিস্ত্মিতে মোট ৯.৫ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে| সংস্থাটির কর্মএলাকা পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর, ডিবি গ্রাম, মথুরাপুর ও ছাইকোলা ইউনিয়নসমূহ|

মাদকাসক্তি প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে পরিচালিত ঝিনাইদহ জেলার অন্ত্মর্গত ঝিনাইদহ সদর ও কালিগঞ্জ উপজেলায় সংস্থাটি মোট ৩১ জন মাদকাসক্তকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে| মাদকাসক্তি প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে গণসচেতনতার জন্য মাইকিং করা, মাদকাসক্ত প্রতিরোধকল্পে যুব সমাজকে নিয়ে উঠান বৈঠক, সেমিনার, কর্মশালা, সচেতনতামূলক ষ্টিকার ও পোষ্টার তৈরী এবং বিতরণ করা হয়েছে| তাছাড়া মাদকাসক্তি বিষয়ে স্কুটার চালক ও রিক্সা চালকদের সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মাদকাসক্তের উপর মিটিং করা হয়েছে|

দেশে প্রচুর মানুষ মাদক সেবনে জর্জরিত| এদের মধ্যে যুব সমাজ উলে-খযোগ্য এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ মাদক সেবন করে থাকে| এতে মানুষ মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত্ম হচ্ছে| সেই লক্ষ্যে হেল্প দ্যা পুওর ঝিনাইদহ জেলা মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসন প্রকল্প বাস্ত্মবায়ন করছে| এ থেকে এলাকার মানুষ সচেতন হচ্ছে| মাদক সেবনের ক্ষতিকর দিক গুলো তুলে ধরা হচ্ছে| এতে যুব সমাজ ও অন্যান্য পেশার মানুষ এর ক্ষতির প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে| এভাবে সচেতনতামূলক কাজ ভবিষ্যতে করতে পারলে একটি মাদকমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে| তাই সংস্থাটির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমরাও বলি- “প্রতিকার নয় প্রতিরোধ করুন”- মাদক দ্রব্য ব্যবহার প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন|

চিত্রঃ মাদকাসক্তি প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার|

চিত্রঃ মাদকাসক্তদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ কর্মসূচী|

চিত্রঃ মাদকাসক্তি প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠক|

ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত ঝিনাইদহ সদর ও কালিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত হেল্প দ্যা পুওর নামক এনজিওটি মাদকাসক্তি প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে তিন কিস্তিতে মোট ৫.৫ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়েছে|

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দর্জি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে নারায়নগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁ উপজেলায় অবস্থিত সূর্যমুখী মহিলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা ২০ জন উপকারভোগীকে ১(এক) বছর কাল ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করেছে| ২য় বছরে উক্ত ২০ জনের মধ্য থেকে ৬ জন মেয়েকে দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদের মধ্যে ৬টি সেলাই মেশিন বিনামূল্যে বিতরণ করেছে| প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য চলমান পুঁজি হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬ জনকে ১,৪০০/- টাকা হারে মোট ৮,৪০০/- টাকা এককালীন প্রদান করা হয়েছে| প্রশিক্ষণ শেষে মেয়েরা নিজেদের বাসায় বসেই ফরমায়েসি কাজ পাচ্ছে- সেই সাথে বাড়ছে তাদের গুরুত্ব ও সামাজিক মূল্য| এতে করে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে| তাছাড়া প্রস্তুতকৃত পোষাক সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য সূর্যমুখী মহিলা সমাজ কল্যাণ সংস্থাটি সার্বিকভাবে সহযোগীতা করেছে|

চিত্রঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে পাঠদানরত শিক্ষার্থীরা|

বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম ও বিখ্যাত এলাকা সোনারগাঁ | এটি নারায়নগঞ্জ জেলার অন্তর্গত| কর্ম এলাকায় একটা সুপ্রস্থ ঘরে এনজিওটি তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে| তাদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'চেতনা' সিলেবাস অনুযায়ী সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে| অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষক এবং দর্জি বিজ্ঞানের শিক্ষক নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন| উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পড়তে ও লিখতে শিখেছে যা সহজেই চোখে পড়ে| পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হিসাব শিক্ষাটাও সহজেই চোখে পড়ার মত| শিক্ষার্থীরা জামা, পায়জামা, ফ্রক, প্যান্ট ইত্যাদি ছাঁটতে ও সেলাই করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে|

চিত্রঃ দর্জি প্রশিক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচীতে একজন দর্জি বিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে|

নারায়নগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁ উপজেলার নয়াপুর গ্রামে অবস্থিত সূর্যমুখী মহিলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামক এনজিওটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দর্জি প্রশিক্ষণ ও বিতরণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে দুই কিস্তিতে মোট ১(এক) লক্ষ টাকার অনুদান পেয়েছে|

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের(বিএনএফ) অনুদানে পরিচালিত ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইএসডিও কর্তৃক পঞ্চগড় জেলায় বাস্তবায়িত 'মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্পে'র আওতায় প্রকল্প পর্যালোচনা বিষয়ক এক জেলা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে| কর্মশালায় বক্তাগণ পঞ্চগড় জেলার বিশেষতঃ সীমান্ত ঘেষা গ্রাম সমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং সমাধানের উপায় নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করেন|

ইএসডিও কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের অর্জন এবং সাফল্য সমূহ তাঁদের আশাবাদী করে তোলে|

পঞ্চগড় জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ইএসডিও কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন|

চিত্রঃ মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা|

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ই এস ডি ও) একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এনজিও| এই এনজিও বহুমুখী কর্মকান্ডে জড়িত| বিশেষ করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে এর ভূমিকা অপরিসীম| সংস্থার ইকো-পাঠশালা, অরনি, লোকায়ন এবং হাসপাতাল স্থানীয় এবং জেলার বাইরের লোকজনকেও আকৃষ্ট করে| এই এনজিওর প্রধান অফিস ঠাকুরগাঁও জেলা সদরে অবস্থিত|

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্প’র আওতায় ১৪টি পথ নাটক প্রদর্শন, ১৪টি মানবাধিকার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, ১০টি মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রশিক্ষণ, ৩টি উপজেলা ভিত্তিক ওয়ার্কশপ, ৫৯টি গ্রামবাসী, গ্রাম কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও উপজেলা কমিটির যৌথ সভা এবং জেলাভিত্তিক ১টি ওয়ার্কশপ/অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে| এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ফলে পারিবারিক নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধ সমূহ হ্রাস পেয়েছে| তাছাড়া সংস্থাটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় নির্যাতিত ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান এবং নারী নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাসসহ সকল জঘন্য অপরাধ সমূহের বিরুদ্ধে সকল পেশার মা

সর্বশেষে বলা যায় যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ইস্যুতে পঞ্চগড়ের সীমান্ত এলাকায় বাস্তবায়িত ইএসডিও-র মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্পটি প্রশংসার যোগ্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ইএসডিও-র আপোষহীন ভূমিকাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করা যায়|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহরীয়া পারভেজ গত ১১-২২ এপ্রিল ২০১০ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম এন্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (বিজেম) কর্তৃক পরিচালিত গড়ফবৎহ ঞবপযহরয়ঁব ড়ভ চঁনষরপ জবষধঃরড়হং ্ ঈড়সসঁহরপধঃরড়হ শীর্ষক কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সহকারী যোগদান|

বেগম আয়েশা খাতুন গত ০৫ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সহকারী পদে যোগদান করেছেন|

সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় ঃ মুহম্মদ আবু তাহের খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক| সকল যোগাযোগ : বিএনএফ নিউজ লেটার : বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ), ৫৩, মহাখালী বা/এ,
XvKv-1212| †dvbt 88-02-9888116, 9880230, 9883139, d¨v·t 88-02-8837149, B-†gBj: bnf@bdmail.net I‡qe mvBU: www.ngofoundation.org.bd